

জ্বালাইয়া মারিল। জ্বালাইতে জ্বালাইতে জান লবেজান করিয়া তুলিল। এতবার তাড়াইতে চাই, তবু হলুদ-সবুজ রঙের ঘিনঘিনে মাছির মতন নাকের সামনে ভনভন করিতেই থাকে। এবারও করিয়াছে। পত্রিকায় দেখিলাম, আবার সে বক্তৃতা দিয়াছে। বলিয়াছে, পাকিস্তান হইয়াছিল বলিয়াই বাংলাদেশ হইয়াছে।

কতবড় আশ্চর্য! সে কি মনে করে জনসাধারণ এতই গর্দভ! পাকিস্তান হইবার ইতিহাস এইভাবে উল্টা মারিলে কেহই তাহা ধরিতে পারিবে না? কি হইয়াছিল লাহোরে ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের অধিবেশনে? কোন সে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ‘শেরে বাংলা’ হইয়াছিলেন ফজলুল হক? কোন সে প্রশ্নের দিবস আজো পাকিস্তানে ‘পাকিস্তান দিবস’ হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়?

এই সেই বিখ্যাত লাহোর প্রশ্ন। যাহা অধিবেশনের মেজরিটি ভোটে নয়, একেবারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হইয়াছিল। সে প্রশ্নের ভারতের পশ্চিম দুই অঞ্চলে মুসলিম মেজরিটির দুইটি সম্মতি আলাদা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বানাইবার পরিকল্পনা কথা ছিল। তারপর ১৯৪৬ সালের অলিখিত রেফারেন্ডামে দেখা গেল পর্দার আড়ালে নেতারা শব্দটির শেষের ‘ং’ উড়াইয়া দিয়াছেন। দুইটির জায়গায় একটি রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (ঐতিহাসিক মারী-চুক্তি নিয়াও পরবর্তীতে একই ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছিল)। এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা কে করিল? একটি ফর্মাল অধিবেশনের সর্বসম্মত ফর্মাল সিদ্ধান্ত কে রাতের অন্ধকারে বদলাইয়া ফেলিল? এই সেই জিন্মা-লিয়াকত চক্র। সম্ভবতঃ তাহার মিস্তি কথায় সুখের স্বপ্নে হক-সোহরাওয়ার্দীকেও মানাইয়া লইতে পারিয়াছিল। সব মিলাইয়া তখনকার রাজনৈতিক হুজুগের আবেগে কিংবা আবেগের হুজুগে প্রশ্নটি কেহ তুলে নাই। ষাটের দশকে প্রশ্নটি উঠিতে উঠিতে উনসত্তর-একাত্তরের বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। বর্তমানে ভারতের দুই প্রান্তে মুসলিম মেজরিটির দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র সেই লাহোর প্রশ্নেরই বাস্তব রূপ। নেতারা যদি শব্দটির শেষের ‘এস’টি চুরি না করিতেন, তবে সেই সাতচলিশেই বাংলাদেশ (বা অন্য কোন নাম) স্বাধীন হইত, তেইশ বছরের পাকিস্তানি জুয়াচুরির রক্তাক্ত পথ ধরিতে হইত না।

এ সত্য কি তাহার জানা নাই? বিলক্ষণ জানা আছে। কারণ সে মেধাবী লোক। পাকিস্তানি আমলে সে একুশের হিরোদের দলে ভিড়িবার চেষ্টা করিত। দিন বদলের সাথে সাথে সেও ডিগবাজী মারিয়াছে। সত্তর সালে ২০শে জুন সে বা তাহার কোন এক মাসতুতো ভাই বলিয়াছে - একুশের আন্দোলন ছিল মহাভুল। ইহাকেই কবি বলিয়াছেন, ‘যে জন বঙ্গোপে জন্ম নিন্দে বঙ্গবাণী, সে কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।’ অর্থাৎ তাহার বাপের ঠিক নাই। কথাটি আমার নহে, আবদুল হাকিমের।

এমনিতে সে মুসলমানের পোলা। দাড়ি-টুপী-আলখালায় দিব্যি দরবেশ ভাব। আল-রসুল ছাড়া মুখে কথা নাই। কিন্তু কোটি কোটি লোকের কাছে সে শয়তানের মনুষ্যধারী রূপ। চর্মচক্ষু যদি শয়তানকে দেখিতে চাও তবে তাহাকে দেখ। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের লাশ যাহাকে নিরস্ত্র অভিযাচ দেয়, লক্ষ লক্ষ রমণীর সন্তান যাহার মুখে নিরস্ত্র থুথু দেয়, এই সেই যমের গোলাম। একথা সে-ই প্রমাণ করিয়াছে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। বারবার প্রমাণ করিয়াছে, প্রতিটি দিন প্রমাণ করিয়াছে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যখন দেশ জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করিতেছে, লক্ষ রমণীকে লাঞ্ছিত করিতেছে, হাজার গ্রাম জ্বালাইতেছে, বিশ্বের বিবেকবান মানুষরা যখন সমস্তরে তাহাদের ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে, তখন এই লোকটি কি করিয়াছে? সেই হত্যা, সেই ধর্ষণকে প্রাণপণে সাহায্য করাকে ইসলাম মনে করিয়াছে, ইবাদত মনে করিয়াছে। দেশ হইতে এতদূরে আসিয়াও তাহার হাত হইতে রেহাই নাই। কয়বছর আগে সে এখানেও আসিয়াছিল। এবং বড়ই মধুর হাসিয়াছিল। প্রাপ্তিযোগের নিক্তি মাপিয়াছিল। বিচারের বাণী সেদিনও নীরবে নিভুতে কাঁদিয়াছিল। নর্থ অ্যামেরিকার বাংলাদেশ সম্মেলনগুলিতে দেশ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাওয়াত করিয়া আনা হয়, সে বোচার বাদ পড়িলে চলে কি করিয়া। ভাবমতি বলিয়া একটা কথা আছে না! সম্মেলনে কেহ ডাকে না, কিন্তু অন্যান্য মাসতুতো ভায়েরা তো আছে।

জীবনভর সে ‘ইসলাম’ করিয়াছে, ওটাই তার অস্তিত্ব। কিন্তু তাহার অবস্থা ঝর্ণার পানির নীচে পড়িয়া থাকা পাথরের মতো। সারাজীবন সে পানির মধ্যে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু একফোঁটা পানিও তাহাতে প্রবেশ করে না। এই বিদ্যারই অভিযাচ দেবযানী দিয়াছিল কচ-কে, ‘ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ। শিখাইবে, পারিবে না’

করিতে প্রয়োগ।' জীবনভর 'ইসলামে' ডুবিয়া থাকিলেও মানবতার মর্মবাণীটিই তাহার ঘিলুতে ঢুকে নাই। সন্মিলিকে খুন করিয়া কি পিতার প্রিয়পাত্র হওয়া যায়? আশরাফুল মাখলুকাতকে খুন করিয়াও তেমনি খালে (স্রষ্টা)-এর প্রিয় হওয়া যায় না। সত্যটি সরল বলিয়াই বোধহয় প্যাঁচানো মাথায় ঢুকে না।

জীবনে তাকে কোন একটি অন্যায়ের সক্রিয় প্রতিবাদ করিতে দেখিলাম না। সীমানা বাটোয়ারায় মুসলিম মেজরিটির বিপুল অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে পড়িল না, সে নিশ্চুপ। তখন সে তরুণী ছিল, কিন্তু বুড়া হইবার পরও সে নিশ্চুপ। সম্ভ্রান্ত বাটোয়ারায় পশ্চিম পাকিস্তানের লোকশান হইয়া পশ্চিমের লাভ হইল, সে নিশ্চুপ। কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বাংলা বাদ দিয়া পাক সারজমিন জাতীয় সঙ্গীত হইল, ডাকটিকিটে শুধু উর্দু ছাপা হইল, সে নিশ্চুপ। নাজিমুদ্দিনের কারচুপিতে কেন্দ্রীয় সংসদে মেজরিটি পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর ৩৮ আর মাইনরিটি পশ্চিমের মেম্বর ৪২ হইল, সে নিশ্চুপ। চব্বিশ বছরে পশ্চিম ধীরে ধীরে ফুলিয়া ফাপিয়া ঢোল হইল আর পশ্চিমের পেট ঠেকিল পিঠে, সে নিশ্চুপ। পাকিস্তানের ৮০% সম্ভ্রান্ত খাইল ৪৪% জনসংখ্যার পশ্চিম, আর বাকী ২০% সম্ভ্রান্ত পাইল ৫৬% জনসংখ্যার পশ্চিম। সে নিশ্চুপ। সত্তরের নভেম্বরে কালরাত্রির ঝড়ে যখন বিশ লক্ষ (রেডক্রসের হিসাবে ১২ লক্ষ) লোক মরিয়া গেল, তখন রিলিফ ওয়ার্কে তাহার টিকিটিও দেখা গেল না। ইসলামের নামে 'ভাই' ভাইয়ের রক্তমাংস চাবাইতে লাগিল, সে নববধুর মতো সলজ্জ নিশ্চুপ। আর শেষকালে নির্বাচনে জিতিয়াও যখন পশ্চিমপক্ষমত পাইল না, পরিণামে পাকিস্তানী বাহিনীর ভয়ঙ্কর মারণাস্রবজাতির বৃকে গর্জিয়া উঠিল, তখন তাহারও 'ইসলাম'-এর নামে গর্জাইবার সময় আসিল। ন্যায়ের পক্ষে নয়, অন্যায়ের পক্ষে। প্রবঞ্চিত অত্যাচারিতের পক্ষে নয়, প্রবঞ্চক অত্যাচারী হত্যাকারীর পক্ষে।

সে কি মনে করে আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি? ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম অনৈসলামিক পৈশাচিকতা আমাদের মনে নাই? হত্যা ধর্ষণের সমর্থনে একাত্তরের ৮ই এপ্রিল কে বক্তৃতা দিয়াছিল? ৯ই এপ্রিল ঢাকা রেডিওতে কে ভাষণ দিয়াছিল? ১৯শে জুন ইয়াহিয়ার জুতা কে চাটিয়া আসিয়াছিল? ১৮ই জুন লাহোর বিমান বন্দরে, ২০শে জুন লাহোর সাংবাদিক সম্মেলনে, ৩০শে জুলাই, ১৪ই আগষ্ট, ২৩শে আগষ্ট লাহোরে, ২৬শে আগষ্ট পেশোয়ারে, ২৯শে আগষ্ট করাচীতে, ১১ই সেপ্টেম্বর কার্জন হলে, ২৫শে সেপ্টেম্বর এস্ট্রার হোটেলে, ২রা অক্টোবর, ১২ই নভেম্বর, ২৩শে নভেম্বর ঢাকায়, ২৭শে নভেম্বর পিণ্ডিতে, ৩রা ডিসেম্বর করাচীতে কে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হত্যার সমর্থন দিয়েছিল? সেপ্টেম্বরে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা কাহারো পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে দিয়াছিল? তারপর, কে মুহম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বাঙ্গালী অত্যাচার ও নিধনের প্রধান কেন্দ্র) পরিদর্শনে গিয়াছিল? টিক্কা-নিয়াজির গণহত্যার সর্বপ্রধান বাঙ্গালী মীরজাফর কে ছিল? আল-বদর আল-শামসের মতো পিশাচ বাহিনী কাহারো বানাইয়াছিল? মগবাজার কাজী অফিসের উল্টাদিকে কাহার বাসা হইতে আল-বদরীদের বিনামূলি ঢাকায় বাড়ী-জমি বরাদ্দ করা হইতেছিল? প্রাণভয়ে পলাতক নাগরিকদের সহায় সম্ভ্রান্ত কোন ইসলামী দর্শনে এভাবে হরিলুট হইতেছিল? ঐগুলি কি বাপের সম্ভ্রান্ত? লক্ষ প্রাণ, লক্ষ বাঙ্গালিনী কি গণিমতের মাল? তাহার ঘোষিত 'জেহাদ' যদি আলাহর পছন্দসই হইত, তবে কেন সে পরাজিত হইয়াছিল? পরাজিত হইয়া স্বজাতির সামনে না দাঁড়াইয়া কেন সে উর্দুশাসে পাকিস্তানে পলাইয়াছিল? জেহাদে জিতিলে কাজী, মরিলে শহীদ, পলাইবার নিয়ম সে কোথায় পাইল?

মাত্র সেদিন চট্টগ্রামে সে আবার ডাहा মিথ্যা কথা বলিয়াছে। মিনমিন করিয়া তোতলাইতে তোতলাইতে বলিয়াছে, 'একাত্তরের পরে কোন স্বাধীনতা-বিরোধী কাজ করি নাই।' সরি, স্যার। একাত্তরের পরে লগুনের কাগজে বছর ধরিয়া মিথ্যাকথা চিৎকার করিয়াছেন — বাংলাদেশে মসজিদ ভাঙ্গা হইতেছে, মুসলমান খুন হইতেছে। ("তোমরা মিথ্যাকথা বলা হইতে দরৈ থাক" — সূরা হুজ্বা-৩০)। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী মোড়লদের কানে প্রচুর বিষ ঢালিয়াছেন যাহাতে তাহারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়। তাছাড়া ঐ কথাটায় এই স্বীকারোক্তিও হইয়া গেল — 'একাত্তরে স্বাধীনতা-বিরোধী কাজ করিয়াছি।'

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক এ সময় প্রতিদিন সাড়ে ছয় হাজার হইতে নয় হাজার মানুষ খুন হইয়াছে। ইহাদের ৮৬% মুসলমান। সেই হত্যা-ধর্ষণের সমর্থন কোন ইসলামে আছে? কোন হাদিসে আছে? এ ব্যাপারে কোরান কি বলে, বোখারী প্রথম খণ্ড ১২২ নং হাদিস কি বলে তা কি তাহার জানা নাই? যে সংগঠনের সে সর্বোচ্চ নেতা, তাহার গঠনতন্ত্রে কি আছে? 'পাকিস্তান' পাল্টাইয়া 'বাংলাদেশ' করা ছাড়া বাকী সবকিছু একই আছে ধরিলে কি দেখা যায় সেই গঠনতন্ত্রে?

পৃঃ ৩ 'আলাহর প্রেরিত আল কুরআন ও বিশ্বনবীর সূনাহই হইতেছে বিশ্ব মানবতার জীবনযাত্রার একমাত্র সঠিক পথ, সিরাতুল মুস্কিম।' একটি শোষিত নিপীড়িত জাতির গলা টিপিয়া কোন্ সিরাতুল মুস্কিম সে পালন করিয়াছে?

পৃঃ ৬ (৩) ‘নিজেকে আলাহ্‌র নিকট দায়ী ও জবাবদিহি করিতে বাধ্য মনে করিবে।’ লক্ষ মুসলমান খুন করিয়া আলাহ্‌র কাছে কি জবাবদিহি দেওয়া সম্ভব ?

পৃঃ ৯ (১) ‘শুধুমাত্র আলাহ্‌ ও রসুলের নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিবে।’ আলাহ্‌ রসুলের কোন্ নির্দেশ মোতাবেক সে লক্ষ রমণীর সম্ভ্রম হরণে সহায়তা করিয়াছে ?

পৃঃ ৮ (৩) ‘ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া তোল।’ কতবড় জঘন্য পরিহাস ! বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের গালে এমন কঠিন চপেটাঘাত, এমন চরম অপমান হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (মধ্যযুগে) এবং সে ছাড়া আর কে করিয়াছে ?

অগণিত শহীদের সন্মিরা আজো ভাঙ্গাবুক লইয়া বাঁচিয়া আছে। তাহারা ভালো করিয়া জানে, কে এই যমের গোলাম। ইসলামের ভেক ধরিয়া থাকিলেও কোরান ও রসুল (দঃ)-এর মর্মবাণী কাহার উপলব্ধির বাহিরে। লক্ষ রমণী লাঞ্চিত করিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া হাজার শিশু হত্যা করিয়া কে আলাহ্‌ রসুল (দঃ)-এর বাহবা পাইতে চায়। মানুষের আরশ-কাঁপানো আতনাদ কাহার বিবেকে পৌঁছায় না। তিরিশ লক্ষ আশরাফুল মাখলুকাতের লাশের উপর দাঁড়াইয়া কে পিশাচের হাসি হাসে।

ধিক !